Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No.15-21
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তায় নারী-পুরুষ

কমলেশ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The Patriarchal society has always neglected women and made their second class. Here even though women are compared to goddesses, they have not been equated with male deities. The identity of women depends on men in the patriarchal society. As a result of the renaissance, the discrimination of men and women in Western Civilization has been reduced, but in the Indian constitution the rights of equality has been maintained, but the patriarchal society has subjugated women on various tactics. Bankimchandra has highlighted the disparity of men and women as the first Bengali through his literary works. The actual improvement of the society is due to the progression of both men and women. Nowadays, gender discrimination is more prevalent in rural India than in the city. At present, women are being tortured in various fields. In this article, we will analyze the position of women in the present society as well as the concerns of men and women in Bankimchandra.

Keyword: Patriarchal, Neglected, Renaissance, Discrimination, Disparity, Improvement, Tortured.

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্র তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন জাতিগত অসাম্য, অর্থনৈতিকগত অসাম্য, ধর্মীয়গত অসাম্য, নারী-পুরুষে অসাম্য ইত্যাদি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রকৃতিগত যে অসাম্য তা দূর করা কঠিন বা সম্ভব নয় কিন্তু মানুষের নিয়মনীতির দ্বারা তৈরি যে কৃত্রিম অসাম্য সেটি মানুষের সদিচ্ছা, আন্তরিক প্রচেষ্টা, যৌথ প্রয়াস দ্বারা অবশ্যই দূর করা যায়। মূলত সাম্য প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র নারী পুরুষের অসাম্য বিষয় তুলে ধরেছেন । এক্ষেত্রে পশ্চিমি দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের কাছ থেকে তিনি তাত্ত্বিক অনুপ্রেরনা পেয়েছেন। কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলকে অন্ধভাবে তিনি গ্রহন করেন নি। সাম্যের ধারনাটি মূলত পশ্চিমী ও আধুনীকতার দান হলেও অসাম্যের বাস্তবতা কিন্তু সার্বজনীন। আধুনিকতার আগে মানুষ অসাম্যকে দৈববিধান বলে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিত কিন্তু নবজাগরণের ফলে মানুষ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দ্বারা অসাম্যকে বিচার করেছেন । ১৮৬৯ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল ও তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট টেলরের যৌথ উদ্যোগে 'The Subjection of Women' প্রবন্ধে ইউরোপে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা বলেছেন। সাম্য বলতে সহজভাবে সমান বোঝায়। কিন্তু সাধারনত প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকারসম্পন্নকেই বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য বলেছেন। তাই বলেছেন "মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।"[১] এক্ষেত্রে বিশেষ

করে স্ত্রী-পুরুষের যে অধিকারগত অসাম্য তা তিনি বিশেষ দৃষ্টিপাত করেছেন। জৈবিক কারনে পুরুষ নারীর তুলনায় দৈহিক শক্তিতে বলবান। নারী পুরুষের স্বভাবগত বৈষম্য থাকতে পারে কিন্তু অধিকারগত বৈষম্যকে কোন মতেই সমর্থন বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য , ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরুপ। ইংরেজ বলবান, বাঙ্গালি দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভিরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসি, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।"[২] সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদার বাস্তব সমস্যা ছিল তা তিনি উপলব্দি করেছিলেন। মনু বলেছেন "বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম।"[৩] স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীনে, যৌবনকালে পাণিগ্রহীতার অর্থাৎ স্বামীর অধীনে, এবং স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রদের অধীনে থাকবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোক স্বাধীনতা পাবে না। এখানে নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। পুরুষ নারীকে ভোগ্য পণ্য ভেবে থাকেন।

তৎকালীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবহেলিত দিক লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেন পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজে মূলত পুরুষতন্ত্র ধারা বজায় আছে । পিতৃতান্ত্রিক সমাজপতিরা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীদের ধর্মীয় শিক্ষা, নারীকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা, নারীর ধর্মীয় আচার রীতিনীতি পালন করা পছন্দ করতেন। আবার অন্যদিকে তাঁরা মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা, কলেজ শিক্ষা, বাইরের জগতে বিচরণ করা, চাকরি করা, পরপুরুষের সামনে আসা বা দেখা ইত্যাদি পছন্দ করতেন না। নারী ও পুরুষকে নিয়েই সমাজ। সমাজের অগ্রগতির জন্য নারী পুরুষের উভয়ের উন্নতি প্রয়োজন। অধিকারগত নারী-পুরুষে যে বৈষম্য সেটি প্রকৃতিগত নয়, যা আছে তা সামাজিক নিয়মের দোষের জন্যে। এই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধন হল সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। তাই তিনি বলেছেন "স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।"[৪] তবে ভারতে এর প্রবনতা অনেকাংশ বেশি তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। "আমাদের দেশে যে পরিমানে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশেও নহে। আমাদিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।"[৫]

সাধারণত ভারতের নারী পতিব্রতা। পতি অর্থাৎ পুরুষ তাঁর কাছে প্রধান দেবতা হিসাবে চিহ্নিত হয়। "বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুনৈ র্বা পরিবর্জিতঃ। উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।"[৬] স্বামী জুয়াখেলা প্রভৃতিতে আসক্ত, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত এবং গুণবিহীন হলেও সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য হল স্বামীকে দেবতার মতো সেবা করা। এখানে স্ত্রী পুরুষের দাসীমাত্র। পুরুষ খাবার দিলে খাবে না হলে একাদশী করবে। নারীর প্রথম কাজ ছিল স্বামীর সেবা করা। স্বামী লম্পট, নেশাগ্রস্থ, বৃদ্ধ, অক্ষম যাই হোক না কেন তাঁর আন্তরিক সেবা ছিল তাঁর প্রধান কাজ। স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করলে স্ত্রীর পাপ হয় এবং নরকে গমন হয় বলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মনে করে। এখনো অনেক নারী তাঁর স্বামীর নাম মুখ ফুটে বলে না, কারন সেটি সামাজের রীতিবিরুদ্ধ। দ্রোপদী যাকে সকল নারী আদর্শ হিসাবে গ্রহন করে সেই দ্রোপদীও বলেছেন যে "তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।"[৭]

সংসারে মূলত অধিকারশূন্যা হিসাবে নারী চিহ্নিত হয়, যা কিনা সাম্য বিরোধী। সাম্য প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছদে নারীর বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের মৌলিক প্রশ্নগুলি বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন। ভারতে সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর অসাম্য তা মূলত চারটি বিষয়ের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। যেমন—

প্রথমত: শিক্ষা সংক্রান্ত মানে উচ্চতর শিক্ষা কেবল পুরুষ করবে, স্ত্রীগন কেন অশিক্ষিত থাকবে? নারী শিক্ষা প্রসারে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেছেন। শিক্ষার যে একটা গুরুত্ব আছে তা অনুভব করায় "সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায়

স্ত্রীগণও নানবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না।"[৮] এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত আপত্তি ধূলিসাৎ করে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য দুটি উপায়ের কথা বলেছেন। মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পুরুষ বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এবিষয়েও নিন্দুকেরা নিন্দার ঝড় তুলে বলেছেন যে তৎকালীন বঙ্গদেশে চোদ্দ বছর বয়সেই একটি মেয়ে মা ও গৃহিণী হয়ে যায় সেখানে তাদের স্কুল কলেজ যাওয়া সম্ভব নয় এবং তা হলেও গৃহকাজ ও সন্তান লালন পালন কে করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমবাবু বলেছেন "যাহাকে গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্ম্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে।"[৯] গৃহধর্মে নারীর শুধু দায়বদ্ধতা নেই, পুরুষেরও আছে। নারী গৃহে আবদ্ধ থাকার ফলে যে গার্হস্থ্যশ্রম উৎপন্ন হয় তা আবার পুরুষতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে। এই শ্রম নারী বিনামূল্যে করে। এর প্রতিবাদ করে বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষার কথা বলে নারীর ক্ষমতায়ণের বিকাশ সাধন করতে চেয়েছেন তা আমরা দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত: হল বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত। বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সতর্কভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বঙ্কিমবাবু ছিলেন "বিধবা-বিবাহের দ্বিধাহীন সমর্থক এবং বিধবা-বিবাহ বিরোধিতাকে তিনি অধিকাংশ কর্তৃক অল্পাংশের ওপর অত্যাচার বলে নিন্দা করেন।"[১০] কিন্তু বিধবা বিবাহ ভাল না মন্দ সে বিষয়ে তিনি কোন উত্তর সরাসরি দেননি। তিনি বলেছেন "কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।"[১১] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন সাম্য নীতির ফলে বিধবারা পুনর্বিবাহে অধিকারী হলেও আমাদের দেশে এই নীতি এখনও প্রচলন হয়নি। "অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই।"[১২] বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত পতি অনুরাগিনী কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক হবে না। কিন্তু এবিষয়ে বিধবা কি করবে সেটা বিধবার নিজস্ব ব্যাপার। তবে নারী পুরুষের অসাম্যগত দিক থেকে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহ থাকা ভাল। সকল সাম্যনীতি সমাজে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। পুরুষগণ বিপত্নীক হলে যদি তারা পুনরায় বিবাহ করতে পারেন তবে সেই ক্ষেত্রে সাম্যগত দিক থেকে বিধবারাও পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। তাই তিনি বলেছেন "বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন?"[১৩] তবে বিধবাবিবাহ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রর চিন্তাভাবনা দ্বিধাযুক্ত। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখী পত্রে লিখেছেন, "আর একটি হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বই বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মুর্খ কে?"[১৪] আবার মৃণালিনী উপন্যাসে পশুপতি বলেন "আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিনা। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লাল সেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।"[১৫] বঙ্কিমের এই স্ববিরোধী প্রসঙ্গে অধ্যাপক রতনকুমার নন্দী বলেছেন "আসলে কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত নয়, উপন্যাসের চরিত্র বিশেষের অভিমত। বঙ্কিমচন্দ্র প্লটের প্রয়োজনে চরিত্রের মুখে এ জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করেছেন।"[১৬] তবে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক পরিবেশকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেন নি। "যুক্তির খাতিরে বিধবা-বিবাহ না মেনে পারেন নি, তবে বলে রাখলেন, সতী সাধ্বী স্ত্রী এই কাজ কখনও করবে না। মনের মধ্যে বিরাজ করছে কর্মফল আর জন্মান্তরবাদ, জন স্টুয়ার্ট মিল কী করবে?"[১৭]

তৃতীয়তঃ নারীকে গৃহবন্দি করে রাখার অসাম্য। নারী গৃহবন্দি থাকবে আর পুরুষ চাতকের ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্য বিচরণ করবে এই অসাম্যকে বঙ্কিমবাবু নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। তৎকালীন সময়ে নারীকে গৃহমধ্যে রাখা হত যাতে অন্য কেউ তাদের দেখতে না পারে। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করত যদি নারীরা সমাজের মধ্যে যথেষ্ট ভাবে বিচরণ করে তবে তারা দুষ্টু স্বভাব হয়ে পড়বে এবং ধর্মভ্রষ্ট হবে। এসব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সোচ্চার হয়েছেন। মুসলিম জাতীর মধ্যে নারী-পুরুষ বৈষম্য আর বেশি। এই সমাজের নারীরা শিক্ষার আঙিনায় আসা সুদীর্ঘকাল ধরে বন্ধ ছিল। তাঁদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। পরপুরুষ যাতে তাঁদের শরীর না দেখতে পারে তাঁর জন্য সারা শরীর 'হিজাবে' ঢেকে রাখতে হয়। এছাড়াও পুরুষরা ইচ্ছামত যে কোনো সময়ে যে কোনো ভাবে 'তালাক' দিতে পারে। বর্তমানে ভারতীয় আইনসভা মুসলিম তালাক বিল পাশ করেছে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম মহিলারা এবার অনেকাংশ উপকৃত হবে আশা করা যায়।

চতুর্থতঃ বহুবিবাহগত অধিকার। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন 'ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্র নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই।"[১৮] সাধারন অবস্থায় বহুবিবাহ থাকা উচিৎ নয়। "বহুবিবাহ সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ।"[১৯] বঙ্কিমচন্দ্র মূলত একগামিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলেছেন "কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহুবিবাহে অধিকারিনী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতিসঙ্গত, সেখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্য্যাধিকারটি অনৈতিক, সেখানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না।"[২০] "কিন্তু স্ত্রী যদি কুষ্ঠগ্রস্ত বা রুগন হন যে, সংসারধর্মের সহায়তা করতে পারছেন না, অথবা 'ধর্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী' হন, কিংবা বন্ধ্যা হন, তাহলে উত্তরাধিকারীর প্রয়োজনে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ, বঙ্কিমের মতে, দোষের নয়।"[২১] বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের পাশপাশি মুসলমান সম্প্রদায়কেও বহুবিবাহ নিবারণের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন "এ দেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত।"[২২] বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে নিবারনের জন্য শাস্ত্রের দোহাই বা আইনের কথা বলেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এক্ষেত্রে সমর্থন না করে বলেছেন "এই কুপ্রথা ধীরে ধীরে নিজে থেকেই লোপ পাচ্ছে ও পাবে। আইন করে তাঁকে বন্ধ করার চেষ্টা নিরর্থক। আইন করতে গেলে মুসলমানদের জন্যও একই দেওয়ানি বিধি প্রয়োজন এবং তা সহজসাধ্য নয়। লক্ষণীয়, বঙ্কিম এখানে ধর্মের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টির প্রসঙ্গটি উথাপন করেছেন, আজ একুশ শতকেও তা এদেশে সম্ভব হয়নি।"[২৩] বহুবিবাহ ক্ষেত্রে স্ত্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি করতে বঙ্কিমচন্দ্র চাননি বরং পুরুষের অধিকার ধ্বংস করতে চেয়েছেন। তবে ব্যাক্তিগত জীবনে মা-বাবার ইচ্ছায় নাকি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্ত্রী মোহিনীদেবীর মৃত্যুর মাত্র আট মাসের মধ্যেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এখনও অনেকে এরকম ক্ষেত্রে মা বাবাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন।

এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র আর দুই একটি নারী-পুরুষের অসাম্যর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন যে নারী শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিবাহিত এমনকি অসতী হলেও তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত করা যায় না। এ অসাম্যকে তিনি বিনাশ করতে ছেয়েছেন। ব্যভিচারকে সমর্থন না করে সাহিত্য সম্রাট বলেন "তথাপি পুরুষ এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গন্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গন্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক; কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে।"[২৪] সতীত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন "স্ত্রী জাতীর সতীত্বধর্ম সর্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ পরস্ত্রীগমন করুক, পরদার নিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন?"[২৫] এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, "১৯৫০

খ্রিস্টাব্দের বিতর্কিত হিন্দু কোড বিলে যখন সর্বপ্রথম নারীকে পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার দেবার প্রস্তাব করা হয়, তখন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ তাতে আপত্তি জানিয়ে ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন ভারতের এক অসাধারন পণ্ডিত, একনিষ্ঠ গান্ধিবাদী রাজনীতিবিদ।"[২৬]

আবার সেই সময় সাধারনত স্ত্রীগণের উপার্জনের আধিকার ছিল না। কেননা স্ত্রীগণ সমাজের রীতি অনুসারে গৃহের বাইরে যেতে পারছিল না, ফলে গৃহের বাহির না হলে উপার্জন করার সম্ভাবনা কম। এদেশিয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিতা নয়, ফলে উপার্জন করতে পারছে না। তাছাড়া বিদেশিদের সাথে দেশীয় পুরুষরাই অন্ন উপার্জন করতে পারছে না সেখানে স্ত্রীলোকেরা কিভাবে প্রবেশ করবে? এসব যুক্তি বঙ্কিমবাবু নস্যাৎ করে স্ত্রীগণের উপার্জনের অধিকার দিতে হবে বলেছেন।

"ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্কিম নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। মেয়েদের ব্যাপারে পরিবারে তিনি তাঁর বাবার মতোই একজন রক্ষণশীল, রক্ষণশীল স্বামী, রক্ষণশীল বাবা এবং রক্ষণশীল গৃহকর্তা। নারীর কলেজীয় উচ্চশিক্ষার সমর্থক হয়েও তিনি তাঁর তিন মেয়েকে কলেজে পাঠাননি, অন্তঃপুরে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বাল্যবিবাহের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। নারীর অবরোধপ্রথা নিয়ে তীব্র ধিক্কার জানালেও তাঁর পরিবারের নারীকুল অবরোধবাসিনীই ছিলেন।"[২৭] বঙ্কিম উপন্যাসে কয়েকটি স্থানে নারীদের স্বাধীনতার কথা বললেও শেষে কিন্তু পুরুষতন্ত্রের জয় হয়েছে। বিষবৃক্ষে বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিয়ে হলেও সে আত্মহত্যা করে। কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর প্রেম ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি তাঁকে মেরে ফেলা হয়। প্রফুল্ল দেবীচৌধুরানী হলেন কিন্তু পরে আবার প্রফুল্ল হলেন এবং সংসারে মন দিলেন। তবে তাঁর কয়েকটি নারী চরিত্রের (বিমলা, আয়েষা, কপালকুন্ডলা, ভ্রমর, মহারানি নন্দা) মুখ দিয়ে নারী স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেছেন।

সাধারনত ভারতীয় সমাজে দেখা যায় কোন দম্পতির পুত্র ও কন্যা সন্তান থাকে তবে পিতা মাতা পুত্রের উপর বেশি যত্নবান হন। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও পুত্র সন্তানকে আগে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই মেয়েরা অবহেলিত হয়ে পড়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করে পুত্র বংশে বাতি দিতে পারে। মেয়েকে বিয়ে দিলেই পরের হয়ে যাবে। পুত্রসন্তান তাঁদের ভরনপোষনের দ্বায়িত্ব পালন করবে। এমনকি পুত্রকে সোনার আংটির সাথে তুলনা করে বলা হয় সোনার আংটি বাকাও ভাল। আজও একই পরিবারে এমন অসাম্য দেখা যায়। বর্তমানে নারী পুরুষের মধ্যে আইনগত ভাবে কোন অসাম্য নেই। ভারতের সংবিধানে ১৪-১৮ নং ধারায় সাম্যের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তবুও শহরের তুলনায় গ্রামীন নারীদের অবহেলিত রূপ বেশি দেখা যায়। এখন খাপ পঞ্চায়েত বিভিন্ন ফতোয়া জারি করে, সালিশি সভা করে মেয়েদের স্বাধীনতা হরন করছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিভিন্ন কৌশলে তাঁদের পুরুষতন্ত্রের ধারা বজায় রেখেছে। পুরুষ নারী চরিত্রগত একই দোষ করলেও সমাজ এক্ষেত্রে কেবলমাত্র নারীকে কলঙ্কিনী ঘোষণা করে। কন্যা ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ তবু আইনের অগোচরে কন্যা ভ্রূণ হত্যা গোপনে চলছে। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই কন্যা ভ্রূণ হত্যা ভীষণ অসাম্যের বার্তা বহন করে। গ্রামাঞ্চলে এখনও দেখা যায় নারী গর্ভবতী হলে পরিবারের সকলে পুত্র সন্তানের কামনা করে। পুত্র সন্তান হলে ধুমধাম খবর জানানো হয়, বাড়িতে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। পুত্র সন্তানের নামেই মায়ের পরিচিতি লাভ হয়। পুত্র সন্তানের জন্মদিন জাঁকজমক করে পালন হয়। কন্যা সন্তান জন্ম দিলে বধূকে দোষারোপ করা হয়। অনাদর, অবহেলা, অপমান এমনকি অনেক সময় বধূকে হত্যা করা হয়। ভুলে যায় সমাজ লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভুমিকা থাকে। বধূ নির্যাতনের কারনে হাজার হাজার নারী তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে। নারী অনেক সময় তাঁর নিজের পরিবারের মধ্যেই যৌন হয়রানির শিকার হয়ে পড়ছে। গার্হস্থ্য হিংসা বা পণপ্রথায় বলি বা নারী ধর্ষণের ঘটনা খবরের কাগজ খুলেলেই চোখে পড়ে। সংসারে নারীর মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বাল্যকাল হতে লিঙ্গগত আচার আচরন রীতিনীতি নারীর ভিতর তৈরি করা হয়। বর্তমানে যদিও এই ধারনাটির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে তবুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা যে অন্ধকারে ছিল এখনও সেই অন্ধকারে রয়েছে। তবে শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই অসাম্য প্রবনতা বেশি নয়। তাই

প্রকৃত শিক্ষায় সমাজ গড়ে তুলতে হবে। দেখতে হবে সবার আগে পিতা মাতা ও পরিবারে লিঙ্গগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা দরকার। নারী কেবল যৌন ভোগ্য কোন দ্রব্য নয়। নারী কন্যা, মাতা, বোন যে রূপই হোক না কেন সেই রূপকেই শ্রদ্ধা সম্মান জানাতে হবে। এক্ষেত্রে নারীদের আরো বেশি করে সচেতন হতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুক্তি ও প্রখর বিচার বুদ্ধি দ্বারা তৎকালীন সমাজের নারী-পুরুষ বা লিঙ্গগত যে অসাম্য বা বৈষম্য তা সুনিপুন ভাবে তুলে ধরেছেন। সমাজে সকল মানুষ সমান স্বাধীনতা ও অধিকার পাবে এবং তার মাধ্যমে সকলে সুস্থ ও সুষম জীবনযাপন করবে। কৃত্রিম বৈষম্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর যা মানবজাতির অনিষ্ট করে। এই বৈষম্য বা অসাম্যর মূল কারন হল প্রকৃত শিক্ষার অভাব। তিনি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। নারী সুশিক্ষিত হলে নারী স্বাধীন ভাবে চলতে পারবে এবং অর্থ উপার্জন বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সঠিক মর্যাদা পাবে। শিক্ষা সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারনের উপায়। নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা একটি সুস্থ, প্রগতীশীল নির্মল দেশের জন্ম দেবে। সমাজকে যদি একটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে নারী-পুরুষ হল দুটি ডানা। দুটি ডানা যদি সঠিক থাকে, মানে নারী-পুরুষের অধিকার যদি সাম্য থাকে তবে সমাজের সঠিক অগ্রগতি হয়। তাই সমসাময়িক সমাজে নারী-পুরুষের অসাম্য দূর করার চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা কিনা বর্তমানে আমাদেরকেও ভাবতে হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, সাম্য, ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, তুলি-কলম প্রকাশনী, নূতন সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৩৯৯

২. তদেব, পৃ. ৩৯৯

৩. মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোকঃ ১৪৮, ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১০-২০১১, সদেশ, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ২০০

৪. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, সাম্য, ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, তুলি-কলম প্রকাশনী, নূতন সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৩৯৯

৫. তদেব, পৃ. ৩৯৯

৬. মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোকঃ ১৫৪, ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১০-২০১১, সদেশ, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ২০১

৭. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, সাম্য, ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, তুলি-কলম প্রকাশনী, নূতন সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৪০০

৮. তদেব, পৃ. ৪০০

৯.তদেব, পৃ. ৪০১

১০. কল্যান ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তাঃ ফিরে দেখা, নিমাই প্রামাণিক সম্পাদিত, আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা,প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২২৭

১১. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, সাম্য, ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, তুলি-কলম প্রকাশনী, নূতন সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৪০১

১২. তদেব, পৃ. ৪০২

১৩. তদেব, পৃ. ৪০২

১৪. বিজলী সরকার, বঙ্কিমচন্দ্রের নারীমুক্তি ভাবনা, তাপস বসু সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্রঃ কালের ভাবনায়, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ. ১৮৯
১৫. পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, বিতর্কিত বঙ্কিমচন্দ্র, তাপস বসু সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্রঃ কালের ভাবনায়, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ. ১৪২
১৬. তদেব, পৃ. ১৪২
১৭. কল্যান ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তাঃ ফিরে দেখা, নিমাই প্রামাণিক সম্পাদিত, আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা,প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২২৮
১৮. তদেব, পৃ. ২২৯
১৯. পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, বিতর্কিত বঙ্কিমচন্দ্র, তাপস বসু সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্রঃ কালের ভাবনায়, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ. ১৪৪
২০. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, সাম্য, ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, তুলি-কলম প্রকাশনী, নূতন সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৪০৩
২১. কল্যান ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তাঃ ফিরে দেখা, নিমাই প্রামাণিক সম্পাদিত, আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা,প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২২৯
২২. পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, বিতর্কিত বঙ্কিমচন্দ্র, তাপস বসু সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্রঃ কালের ভাবনায়, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ. ১৪৪
২৩. কল্যান ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তাঃ ফিরে দেখা, নিমাই প্রামাণিক সম্পাদিত, আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২২৮-২২৯
২৪. তদেব, পৃ. ২৩০
২৫. তদেব, পৃ. ২২৭
২৬. তদেব, পৃ. ২২৭
২৭. বিজলী সরকার, বঙ্কিমচন্দ্রের নারীমুক্তি ভাবনা, তাপস বসু সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্রঃ কালের ভাবনায়, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ. ১৮৩